প্রতি মাসে খুন বাড়ছে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা



সংগৃহীত ছবি

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের এক বছর পরও বাংলাদেশে অপরাধ ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সরকার বলছে বড় অপরাধের হার স্থিতিশীল, কিন্তু খুন, মব সন্ত্রাস, ধর্ষণ, রাজনৈতিক সহিংসতা ও চাঁদাবাজির ঘটনা বেড়ে জনমনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে। বিশ্লেষকরা পুলিশের মনোবলহীনতা, রাজনৈতিক প্রভাব, গোয়েন্দা দুর্বলতা ও ধীর পদক্ষেপকে দায়ী করছেন।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এক বছর পেরোলেও অপরাধ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সেনা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও খুন ও সহিংস অপরাধের হার কমেনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বড় অপরাধের প্রবণতা স্থিতিশীল থাকলেও খুনের সংখ্যা প্রতি মাসে বেড়েছে—জুনে রেকর্ড ৩৪৩ জন নিহত হয়েছে। গত ১০ মাসে মোট খুন হয়েছে ৩,৫৫৪ জন, ডাকাতি ৬১০, দস্যুতা ১,৫২৬, ধর্ষণ ৪,১০৫, নারী ও শিশু নির্যাতন ১২,৭২৬ এবং গণপিটুনিতে মৃত্যু ৮৯ জনের।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, মে ও জুন মাসে অজ্ঞাত লাশ উদ্ধারের ঘটনা নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়েছে। গণপিটুনি ও মব সন্ত্রাসে ১৪১টি ঘটনায় ৮৩ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকায়ই মৃত্যু ৪৫ জনের। রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত ৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছে, আর বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ২৬ জন নিহত ও ১,৪৭৭ জন আহত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে গুলশানে সাবেক এক এমপির বাসায় ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় প্রথমবারের মতো পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নেয়। এর আগে রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, হামলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এলেও কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি। ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় প্রকাশ্যে নৃশংস খুন, খুলনায় সাবেক যুবদল নেতাকে হত্যা এবং মাদারীপুরে তিনজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, পুলিশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক দুর্বল, অনেক ঘটনায় কর্তৃপক্ষ মৌন থেকেছে, এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার অভাব পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। সাবেক আইজিপি নূরুল হুদা মনে করেন, পুলিশের প্রতি মানুষের ভয় কমে যাওয়ায় অপরাধীরা সাহস পেয়েছে। মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটনের মতে, দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর ও হামলার শিকার হয়ে পুলিশ মনোবল হারিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিশেষজ্ঞ তৌহিদুল হক বলেন, আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থাভাজন হতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশের শুধু বিবৃতি নয়, বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়াই এখন জরুরি।

সূত্র: বিবিসি